আজমল, মদনী ও নির্বাচন

মহবুবুল হক

অসম, বিধানসভার বিগত নির্বাচনে এ. ইউ. ডি. এফ. দলের আবির্ভাব ও অসামান্য সাফল্য মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলকে রাজনীতির মঞ্চে হিরো না হলেও এক নজর কাড়া তারকার ভূমিকায় জনসমক্ষে নিয়ে আসে। আজমল পরিবারের সুগন্ধি ব্যবসায় আজ বিশ্বব্যাপি প্রসারিত। এ' অঞ্চলের অগুণতি যুবক তাদের সেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মসংস্থান পেয়েছে। প্রয়াত হাজি আজমল আলির পরিবারের সদস্যদের মধ্য থেকে বদরুদ্দিন-ই সর্বপ্রথম রাজনীতিতে নামেন। পরে নিয়ে আসেন তার ভ্রাতা সিরাজুদ্দিনকেও। তবে বদরুদ্দিনের রাজনীতিতে নামাকে এখন অবধি অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখেন। কেউ কেউ বলেন, " বদরুদ্দিন পেশায় সুগন্ধি ব্যবসায়ী, নেশায় রাজনীতিবিদ।"

সংখ্যালঘুর তুরুপ হাতে নিয়ে রাজনীতির মঞ্চে নামলেও বদরুদ্দিনের দল আজ তাদের খোলস অনেকটা বদলে ফেলেছে। এ. ইউ. ডি. এফ. রূপান্তরিত হয়েছে এ. আই. ইউ. ডি. এফ-এ। রাজ্যিক দল থেকে বদরুদ্দিনের দল পরিবর্তিত হয়েছে এক সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলে। অনেক অমুসলমান নেতা আজ বদরুদ্দিনের দলে বরিষ্ঠ স্থিতিতে রয়েছেন। অসম আন্দোলনের পরবর্তীকালে অসমের সংখ্যালঘুরা গড়েছিলেন আরেকটি রাজনৈতিক দল - ইউ. এম. এফ। ইউ. এম. এফ. আজ নিশ্চিহ্ন। যে সকল ভূল - ত্রুটির জন্য ইউ. এম.এফ. দলের অপমৃত্যু ঘটেছিল, বদরুদ্দিন যে তার দলকে সে সকল ভূল-ত্রুটি থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন সেটাই তার শুভাকাঙ্খীদের আগ্রহ।

অসমের রাজনীতিতে সংখ্যালঘুদের গতিবিধির পর্যালোচনা করতে গেলে যে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া যায় না তা হল সংখ্যালঘুদের উপর জমিয়ত উলেমায়ে হিন্দের প্রভাব। এই জামিয়তের প্রয়াত নেতা আসাদ মদনীর সংগে প্রয়াত পীর মৌলানা আহমদ আলীর ও আজমল পরিবারের ছিল অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আর বলতে গেলে এই ওদের হাত ধরেই মদনীরা জায়গা করে নিয়েছিলেন অসমের আনাচে কানাচে।

কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পূর্বে উত্তর প্রদেশের দারুল উলুম দেওবন্দে প্রাচার্য বাছাই-এর জন্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বদরুদ্দিন আজমল সমর্থন করলেন না আসাদ মদনীর ভ্রাতা আরশাদ মদনীকে। ফলস্ব রূপ উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি হল তিক্ততার। সেই তিক্ততার ঢেউ সুনামির রূপ নিল। অসম কংগ্রেসের এক পরাক্রমশালি সংখ্যালঘু মন্ত্রীর সংগে হাত মিলিয়ে আরশাদ মদনি বদরুদ্দিনকে জমিয়ত থেকে নিষ্কাশিত করে দিলেন, যদিও আমি সেটার বাস্তব তথ্য নেইনি কিন্তু সেটা সবাইর মুখে-মুখে। বদররুদ্দিনকে দল থেকে বহিষ্কার করার কারণ দর্শালেন আরশাদ মদনি যে - জমিয়ত অরাজনৈতিক দল, বদরুদ্দিন একদিকে রাজনীতি করবেন আর একই সংগে অপরদিকে জমিয়তও -এটা গ্রহণযোগ্য নয়।

কিন্তু আরশাদ মদনির এই অভিযোগ বাস্তবে দেখা গেল না । কারণ এর আগে তার ভ্রাতা নিজেই জমিয়তের সদস্য হওয়ার সাথে সাথে সংসদের পদও আঁকড়ে ধরে ছিলেন বছরের পর বছর। এছাড়া মাহমুদ মদনী ও জমিয়তের অর্থাকথা হয়ে ও বর্ত্তমান রাজ্যসভার সদস্য হয়ে আছেন।

জনসাধারনের প্রশ্ন, নির্বাচনের মাত্র কয়েকদিন আগে কেন আজমলকে জমীয়ত থেকে অপসারণ ? ধর্মীয় সভাতে রাজনীতির স্বার্থে কালো টাকার অভিযোগ কেন ? আজমল বিরোধী দলের সাথে মদানীর সঘন যোগাযোগ কেন? এটা কি মুছলিম সমাজের স্বার্থে না নিজের মনোস্কামনার জন্যে ? বুদ্বীজীবিরা তার যুক্তিযুক্ততা খুজে পাচেছন ন। নিশ্চয় তার মধ্যে নির্বাচন ভিত্তিক রহস্য জড়িত আছে । এটা কি জমিয়তের মাধ্য একথা জানার জন্য না বিভাজন আনার জন্য ।

উল্লেখ্য যে শ্রদ্ধেয় মরহম মৌলানা আছাদ মদনীর মৃত্যুর পরে জমীয়ত দুভাগ করে নেয় একই পরিবাবের দুজন ব্যক্তি, একজন প্রয়াত মদনীর নিজ ভাই আরসদ মদনী এবং অন্য জন প্র য়াত মদনীর পুত্র মাহমুদ মদনী যার ফলস্তরুপ সমগ্র ভারতে ধমীয় বিত্তত সমাজ দুভাগে বিভক্ত হযে গেছে। এটা সর্বভারতীয় দৃষ্যে এটা মুসলিম সমাজের জন্য লজ্জাজনক ব্যাপার। সেই চাচা-ভাতিজা নিজের মধ্যে সংযম এবং আপোষ করতে পারেন নি ভারতবর্ষের সর্বচ্চো ধর্মীয় মুসলিম সংস্থার বৃহত্তর স্বার্থে,ওরা সমাজকে পরিচালনার নেতৃত্ব কি রকম দিবে?

বলাবাহুল্য যে, UDF এর জন্মলগ্ন থেকে আল্লামা তৈয়বুর রহমান সাহেব ও জড়িত ছিলেন, সমান্তরালভাবে তিনি উত্তর-পূর্বের সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু আমীরে শরীয়ত ও ছিলেন। কয়েক মাস আগে কিছু অন্তর্কন্দল হওয়ার জন্য তিনি UDF থেকে সরিয়ে নিয়েছেন নিজেকে কিন্তু স্বাধীনতা দিয়েছেন কর্মীবৃন্দকে যে নিজের বুদ্ধিমতে যে কোন পাটিকে সমর্থন করতে পাবে.। এটা থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা যে উনি কাউকে না কোন ধরনের অভিযোগ করেন, না ধরাশায়ী করেন। আমি বলি সেটাই ম হান ব্যক্তির এবং প্রকৃত ধর্মীয় ব্যক্তির পরিচয়। তাই মানুষ আজও মওলানা তৈয়বুর রহমানকে মাথায় তুলে রেখেছে যা আরশাদ মদনির ব্যাপারে সন্দেহজনক।

এখানে বলা দরকার যদিও মওলানা তৈয়বুর রহমান সাহেব UDFথেকে নিজর সংস্থফে পৃথক বাবে নিয়েছেন কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায়নি কারণ একজন মূখ্য কর্মী মওলানা তৈয়বুর রহমান মাজারভূঞা UDFএর MLA ছিলেন এবং বর্ত্তমান ও UDF এর টিকেট নিয়ে কর্মীগড়া থেকে নির্বাচন খেলছেন, ও থেকে বিজ্ঞমহল রাজনৈতিক দৃশ্য যুঝে নেওৱা উচিত

আবেগিক হয়ে তোপখানা মাদ্রাশায় বসে আরশাদ মদনি বলে ফেললেন যে আজমল নাকি বি. জে. পি. র কাছ থেকে পঞ্চান্ন কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছেন। হাস্যপ্রদ। আজমলের ব্যবসা সাম্রাজ্যে এক দিনেই বুঝি এর চাইতে বেশি টাকার আমদানি হয়। এইধরনের হয়ে মিথ্যা অভিযোগ করে আরশাদ মদনি নিজের স্থিতিই দুর্বল করলেন। পরবর্তী ঘটনাক্রমে প্রমাণিত হয়েছে এতে আজমলের জনপ্রিয়তায় এতটুকুও ঘাটতি হয় নি। দেখা গেছে বর্তমান বাছকান্দি মাদ্রাশার পরিচালক মৌলানা ইয়াহইয়া যিনি প্রয়াত মৌলানা আহমদ আলি সাহেবের পুত্র অক্ষত ভাবে নিজের অনগামিদেরকে নিয়ে মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের সহযোগিতা দিচ্ছেন।

তবে আজমল যখন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে রাজনীতির ময়দানে নেমেছেন তা'কেও তার নিজের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, নিজের চিন্তাধারায় আনতে হবে পরিবর্তন। অনেক ক্ষেত্রে তা'কে এখনও উদ্দেশ্য হীন বলে মানুষে বলে থাকে.। তথাকথিত কিছু মওলানা এবং অর্থহীন উচ্চ শিক্ষিত যারা তা'র 'উপদেষ্টা' রূপে তা'কে ঘিরে থাকেন তা'দের অপসারণের সময়ও এসেছে। তা'র নিজের ও আত্মীয় স্বজনের অনুসরন, তা'র কর্মচারিদের প্ররোচনা থেকে তা'কে আরও উপরে উঠতে হবে-দেশের ও দশের জন্য। বিদ্বজন ও রাজনীতিতে জ্ঞানী লোকদের পরামর্শ নিয়ে ভিজন প্লান তৈরী করে তাকে দূরদর্শী হতে হবে এবং সেই অনুযায়ী পাঠীকে নিয়ে আগে বাড়তে হবে।

বর্ত্তমান ইলেকশন প্রেক্ষাপঠে দেখা যাচেছ যে মোলানা বদরুদ্দিন নিজের মনোপযোগী প্রার্থীকে প্রার্থিত্ব দিয়েছেন. দলর নিয়ম নীতি ভংগ করে যার দারুণ কমীদের মাধ্য অশৃখলা সৃষ্টি হৈছে। আপনি যেহেতু এখানি ধমীয় ও রাজনৈতিক নেতা সেইহেতু বিশ্বসযোগ্যতা রাখা সর্বক্ষেত্রে বাঞ্চনীয়।

নির্বাচনের জন্য প্রাথীকেন্দ্রীক সংঘাত নিয়ে কার্যকরী সভাপতি হাফিজ রশীদ আহমেদ চৌধুরী সহ অনেকরা খোভ প্রকাষ করেছেন। আজমলের স্বজনপ্রীতি ও কেনায়কত্বাবাদের বিরুদ্বে। এটা বাস্তাব সত্য কিন্তু নীতিগতবাবে গ্রহণ যোগ্য নাহলে ও সর্বজনবিধিত যে যুর যার মুল্লুক তার, আর আমি বলি পয়সা যার পাটী তার। সেঠা ভারতবর্ষর রাজনীতির ক্ষেত্রে কেন্দ্র বা রাজ্যের পরম্পরাগত ভাবে চলে আসেছে। এর জন্য যেকোন রাজনৈতিক দলে কাজ করতে হলে সাহনশীলতা থাকা দরকার নীতিবহির্ভূক হলেও।

সমাজের উন্নয়নের স্বার্থে ধমীয় সংখ্যালঘুর আশা উদ্দিপনা গুরত্বসহকারে অগ্রাধিকার দিয়ে পার্থীর অস্থিত্ব বজায় রেখে যেকোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সতসাপেক্ষে বুঝাবুজি থাকা বর্ত্তমান ভারতবর্সের রাজনৈতিক পেক্ষাপেঠে কোন ভুল হবে না, বরং ব্যক্তিমানের কাজ হবে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে আজমল সাহেব ও তনির কর্মীবৃন্দীকে অনুরুধ করব হাগ্রামা মহিলারীর রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে চর্চা করার জন্য।

বরো হোক, কার্বি হোক, ডিমাসা হোক কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ অসমিয়া। তা'দের দাবী-দাওয়া আদায় করার জন্য যখনই কোন দল গঠিত হয় সেটাতে কারো গাত্রদাহ হয় না। কিন্তু সংখ্যালঘুরা যখনই নিজেদের স্বার্থে কোন দল গঠন করেন তখনই তাদের গায়ে 'মুসলমান' কিংবা বাংলাদেশির তকসা লাগিয়ে দেয়া হয়। তা'দেরকে বলা হয় সাম্প্রদায়িক। এহেন জনসমাজ যা'দের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিত, যাদের অভাব- অনটনের শেষ নেই এবং যারা দশকের পর দশক নিপীড়িত ও শোষিত হয়ে আসছে, সে সব লোকের আজমল এক নতুন আশার উদ্রেক করেছেন। সত্যি প্রশংসনীয়।

সৎ, ধার্মিক, সমাজ কল্যাণে ব্রতী আর অক্লান্ত বলে আজমলের এক নাম আছে। এর সাথে বিচক্ষণতা আর দূরদর্শিতা যুক্ত হলে আজমলকে তা'র বিজয়-পথে আটকানো দুরূহ হবে।

আসাম ও উত্তর-পূর্বে রাজনীতির জন্য আজমলের উপস্থিতি, উপযোগিতা ও হস্তক্ষেপ মোলানা মদনী থেকে আনেক বেশী। পক্ষান্তরে মোলানা মদনীর সংযোগিতা পরামর্শ ও আর্শীবাদ এই অঞ্চলের মুসলিমদের জন্য অপরিহার্য। মুসলিম সমাজের সর্বপ্রকার উন্নতির জন্য আপনাদের মত বিজ্ঞ ধর্মপ্রাণ মানুষের একথা খুবই দরকার এবং অনুগামীরা তার জন্য আশাবাদী। ব্যক্তিগত মুনাফার সার্থে সমাজকে লজ্জিত করা অনেক নিম্নস্থরের কাজ। ঘরের সমস্যা ঘরেই সমাধান না করা বিজ্ঞ ধর্মপ্রাণ মানুষের পরিচয় নয়।

নিজের জাতির হকে রাজনীতি করা কোন অবৈধ কাজ নয় বরং প্রশংসনীয় কিন্তু সমগ্র মানুষ জাতির জন্য কাজ করা তার উর্ধে এবং সেটা প্রকৃত মহান ব্যক্তির পরিচয় কারণ সর্বশক্তিমান সৃস্টি কর্তা আল্লাহতালার নির্দেশ "তোমরা সর্বশ্রেষ্ট জাতি, কারণ তোমাদেরকে মানুষজাতির কল্যানের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে"।

(লেখক মহবুবুল হক অগ্রণী শিক্ষা সংগঠন ই. আর. ডি. ফাউণ্ডেশনের চেয়ারমেন)